বসন্তে*

সত্যব্রত রায়চৌধুরী

উডফোর্ড গ্রিন। স্নেকস লেন ইস্ট। রে-লজ পার্কে বসন্ত এসেছে। পার্কের প্রধান বড়ো ফটকটা এক পেশে, ফটকটার থেকে একটা চওড়া পীচ বাঁধানো রাস্তা একেবারে উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত চলে গেছে। বাঁদিকে কেয়ারি করা ফুলের বাগান। রঙ-বেরঙের ফুলে বাগানটা যেন আলো করে রেখেছে। সর্বাঙ্গে বসন্তোৎবের হোলি খেলার রঙ। পার্কের শেষ প্রান্তে শিশু উদ্যান। মায়েরা ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের এখানে খেলাতে নিয়ে এসেছেন। উদ্যানটি বেড়া দিয়ে ঘেরা, বাচ্চারা কেউ দোলনা চড়ছে, কেউ কেউ ঢেঁকীতে চড়ছে কেউ-বা ঘোড়ায় চড়েছে। একেবারে ছোটোরা বালি দিয়ে খেলছে। মায়েরা এক পাশে বেঞ্চে বসে গল্প করছে।

গেট্ ছাড়িয়ে একটু ভিতরে এসে ডানদিকে ঘাসের উপরে তিনটি বেঞ্চ। ওই বেঞ্চের মুখোমুখি একটু দূরে বেড়া ঘেঁষে একটা বিরাট লাইলাক গাছ। তিনজন বর্ষীয়সী মহিলা বেঞ্চে বসে গল্প করছেন, প্রত্যেকের হাতে উলবোনার কাঁটা।

২৭৫ নম্বর বাসের একটা স্টপ পার্কে ঢোকার গেটের কাছেই। একটা বাস স্টপে এসে থামল। একগাদা ইস্কুলের ছেলেমেয়ে হুড়হুড় করে বাস থেকে নামল। তারপর রাস্তার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বাড়ি ফেরার তাড়া।

মে মাসের পড়ন্ত রোদে পার্কটা ঝলমল করছে। আকাশ নীল চাদর মুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। কয়েকটি ছেলে ফুটবল খেলছে। বিস্তর পাখি আকাশে নানা শব্দ করে উড়ে উড়ে ঘুরছে। কেউ-বা ঘাসের মধ্যে পোকা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

বনে বনে মনে মনে বসন্ত।

ইস্কুলের দুটি ছেলেমেয়ে গেট দিয়ে পার্কে ঢুকল। দুজনেই ইউনিফর্ম পরা। কাঁধে ইস্কুলের ব্যাগে বইপত্তর। দুজনের বয়সই পনেরো-ষোলোর মতো। দুজনে লাইলাক গাছটার গুঁড়িতে এসে বসল। দুজনের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান।

মহিলা তিনটি তির্যক চোখে ছেলেমেয়ে দুটির উপর নজর রাখছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকেই এমন ভাব করছিল যেন কে কি করছে বা না করছে সেদিকে তাদের নজর নেই।

ছেলেমেয়ে দুটি ক্রমশ পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসছিল। কিছুক্ষণ পরে দুজনে আশ্লিষ্টবদ্ধ হল। লিলিয়ান সংযম হারিয়ে ফেললেন। বললেন, 'দেখেছ, অসভ্যতার সীমা নেই। দিনেরবেলা পার্কের মধ্যে সর্বসমক্ষে এ রকম বেলেল্লাপনা!' অন্য দুই সঙ্গীনী হি-হি করে হেসে উঠলেন। এমা বললেন, 'বয়সকালে তুমি এরকম বেলেল্লাপনা করনি?'

'না, এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। সর্বসমক্ষে এমন করা অসভ্যতা। মেভিস, তুমি কি বল?'

মেভিস হেসে উঠল। 'আমি যখন এরকম পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম তখন আমাদের কেউ দেখেছিল কিনা আমি জানি না।'

এমা বললেন, 'বেশ ভালো গল্প বলে মনে হচ্ছে। বল না ব্যাপারটা।'

মেভিস বল— কি হয়েছিল।

মেভিস হেসে বললেন, 'এটা আমার খুব ছেলেবেলার গল্প। তখন আমার বয়স আট বছর।'

লিলিয়ান বললেন, 'ওই বয়সেই তুমি এক পাকা ছিলে?'

এমা বললেন, 'আরে, ও বিচার পরে হবে। আগে তো গল্পটা শুনি।'

মেভিস আরম্ভ করলেন—

আমি নর্থ ইয়র্কসায়ারের মেয়ে। আমার বাবা একজন ফার্মার ছিল। কিন্তু চাষের জমি ছাড়া, কতগুলি গোরু, ভেড়া, শুয়র, মুর্গিও ছিল। বাবা নিজে জমিতে চাষ দিত। মা জীবজন্তুগুলোর দেখাশুনা করত। দুজনেই দিবারাত্র পরিশ্রম করত।

আমাদের গ্রামের বাড়িগুলো একটু দূরে দূরে ছিল। খামারবাড়িগুলো গ্রামের বাইরে ছিল। অধিকাংশ লোকের পেশা ছিল চাষ করা। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ছিলেন মিস্টার ডেভিড হোয়াইটলি। মিস্টার হোয়াইটলি ঘোড়ার ট্রেনার ছিলেন। আমাদের গ্রামের জমিদার স্যার এডওয়ার্ড জেঙ্কিং তাঁর ম্যানর হলে থাকতেন। স্যার এডওয়ার্ডের অনেকগুলো ঘোড়া আর কুকুর ছিল। উনি দলবল নিয়ে ফক্স হান্টিংয়ে যেতেন। এই ঘোড়াগুলোকে ট্রেইন করা, দৌড় করানো, চড়ানো এবং ওদের স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখা এই-সব কাজের দায়িত্ব ছিল মিস্টার

হোয়াইটলির উপর। তাঁর কাছে তিনটি স্টেবল বয় কাজ করত।

আমাদের গ্রামে কোনো ইস্কুল ছিল না। ইস্কুলটা আমাদের বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে ছিল। কাছাকাছি গ্রামের সব ছেলেমেয়েই এ ইস্কুলে যেত। বাচ্চাদের অভিভাবকরা গাড়ি করে বা ট্রাকটারে করে অথবা ঘোড়ায় করে বাচ্চাদের ইস্কুলে দিয়ে যেতেন। ছুটির পর ছেলেমেয়েরা হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরত। ওই সময় ছেলেমেয়েদের রাস্তা থেকে চুরি হয়ে যাওয়ার ভয় ছিল না।

মিস্টার হোয়াইটলির একটা ছেলে ছিল। ওর নাম ছিল পল। পল আমার থেকে বছর দুয়েকের বড়ো ছিল। পল সকালে আমাদের বাড়ি আসত। আমার বাবা আমাদের দুজনকে গাড়ি করে ইস্কুলে পৌঁছে দিত। ছুটির পর আমরা দুজনে একসঙ্গে হেঁটে বাড়ি ফিরতাম।

সেদিনটা আজকের মতই একটা বসন্তকালের দিন ছিল। ইস্কুল ছুটির পর পল আমাকে বলল— মেভিস, চল্ আমার সঙ্গে বেড়াতে চল্। আমি রাজি হলাম। কয়েকটা ছেলেমেয়েকে বলে দিলাম আমাদের বাড়িতে বলে দিতে যে আমরা একটু দেরীতে বাড়ি ফিরব।

আমি কোনোদিন গ্রামের বাইরে ইস্কুল ছাড়া কোথাও যাই নি। পলের সঙ্গে হাঁটতে বেশ ভালো লাগছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা গমের ক্ষেতে এসে পড়লাম। ক্ষেতের মধ্য দিয়ে দুজনে গল্প করতে করতে এগুচ্ছিলাম। গমের ক্ষেত শেষ হতেই আর একটা গ্রামে এসে পড়লাম। অদ্ভুত গ্রাম। একটা চওড়া রাস্তা। তার দুপাশে সারি সারি দোকান। ওইখানে আমি প্রথম পোস্টঅফিস দেখলাম। অনেক দোকান, ব্যাঙ্ক আর অফিস। আমি অবাক হয়ে গেলাম। পল বলল, এটা গ্রাম নয়। এটা একটা ছোটো শহর। এর আগে আমি শহর দেখিনি। শহরের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে শহরের শেষে চলে এলাম। আমার একটু একটু ভয় করছিল। পলকে বললাম, চল, বাড়ি ফিরে যাই। নইলে হারিয়ে যাব। পল বলল, হারাব কেন? আমি তো একা একা কতদিন এখানে আসি। তোর ভয় নেই। শহর ছাড়িয়ে আমরা আবার গম ক্ষেতে নামলাম। কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ দেখি একটা বিশাল বাড়ি। অতবড়ো উঁচু বাড়ি আমি দেখি নি। পলকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওই বাড়িটা কার? স্যার এডওয়ার্ডের বাড়িও এত উঁচু নয়। পল বলল, ওটা একটা স্লটার হাউস।

স্লটার হাউস? সে আবার কি? আমি পলকে জিজ্ঞাসা করলাম।

পল বলল, ওইখানে গোরু, ভেড়া, শুয়র এই-সব কাটা হয়। তারপর তাদের মাংস দোকানদাররা কিনে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে।

কথা বলতে বলতে আমরা স্লটার হাউসের সামনে এসে পড়লাম। সামনের বিরাট একটা দরজা খোলা ছিল। আমি দেখলাম একটা মস্ত বড়ো শুয়রকে পিছনের পা-দুটো বেঁধে ছাদের থেকে ঝুলিয়ে রেখেছে। ওর কাটা মুণ্ডুটা মেঝের উপরে একটা থালায় রাখা আছে। কাটা শুয়রটার তলায় একটা বড়ো গামলা। শুয়রটা গলা থেকে টপ্-টপ্ করে রক্ত গামলাটায় পড়ছে।

আমি কতক্ষণ ওটা দেখেছিলাম জানি না। আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলাম। বিকট চীৎকার করে পিছন ফিরে ছুটতে লাগলাম। দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছিলাম। সে কি সাংঘাতিক ভয়।

ছুটতে ছুটতে আমি পড়ে গেলাম। আর অজ্ঞান হয়ে গেলাম। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম না পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়েছিলাম জানি না। কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম তাও জানি না।

যখন জ্ঞান হল, দেখি পল আমার মুখের উপরে ঝুঁকে আছে। আমাকে চোখ খুলতে দেখে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বিকট চীৎকার করে উঠল, 'মেভিস, তুই বেঁচে আছিস?' আমার মুখটা দুহাতে ধরে চুমোয় চুমোয় আমাকে অস্থির করে ফেলল, আমাকে পাগলের মতো চুমো দিয়েছিল।

একটু পরে আমি সুস্থ হয়ে উঠে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে গায়ের জোর ফিরে পেলাম।

বাড়ি ফেরার রাস্তায় পল বলল, আমি ভেবেছিলাম তুই মরে গেছিস।

আমি বললাম, আমি মরি নি। কিন্তু তুই এমন জোরে চুমো দিয়েছিস যে আমার ঠোঁটটা এখনো জ্বালা করছে।

তিনজন মহিলাই একযোগে জোরে হেসে উঠলেন। লাইলাক গাছের তলায় ছেলেমেয়ে দুটো চমকে উঠল। তারপর লজ্জিত হয়ে উঠে পড়ল।

লেখক ইউ. কে. প্রবাসী